গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

আগস্ট/২০১৭ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৭.০৮.২০১৭ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'-তে দেখানো হলো।**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে গত ০৯.০৭.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীসমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ করেন।

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
৪.১	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)	সভায় আলোচনা হয় যে, ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে পয়েন্টসম্যান পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পয়েন্টসম্যান এর ১৬২৪ টি পদের বিপরীতে মাত্র ৯৯০ জন কর্মরত রয়েছে। নিয়োগবিধি অনুযায়ী রেলওয়ে ট্রাফিক বিভাগের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পয়েন্টসম্যান পদে পদোন্নতির বিধান রয়েছে। রেল পরিচালনা ও পদোন্নতির স্বার্থে নিয়োগবিধি শিথিল করে ট্রাফিক বিভাগ ছাড়াও রেলের অন্যান্য বিভাগের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্য হতে পয়েন্টসম্যান পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলে অপারেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হবে। এছাড়া খালাসী থেকে সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড-২ পদে পদোন্নতির বিষয়ে	১। নির্ধারিত Format এ নিয়োগবিধি সংশোধনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে অবিলম্বে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

		নিয়োগ বিধি সংশোধন করা প্রয়োজন। ডিজি, বিআর জানান যে, Pointsman পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগবিধি, ১৯৮৫, সিডিউল-১৬৩ শিথিল করত: পয়েন্টসম্যান পদের পদোন্নতি বিধি সংশোধনের জন্য একটি প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়টি যেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারাধীন, সেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত Format এ নিয়োগবিধি সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়টি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত এটি সমন্বয় সভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয় আলোচনা হয়।		
৪.১.১		সভায় Out sourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয় । ডিজি, বিআর জানান যে, Out sourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন । তিনি আরো জানান জিএম পূর্ব ও জিএম পশ্চিম এর কার্যালয় হতে এ নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। Out sourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ তরান্বিত করার বিষয় আলোচনা হয় এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে e-tender আহ্বান করা সম্ভব হবে মর্মে ডিজি, বিআর জানান।	২। উভয় অঞ্চলে Out sourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে e-tender আহ্বান করতে হবে।	১। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১.২		সভায় পূর্বাঞ্চলে থাকা অকেজো লোকোমোটিভ গ্যাংকার এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেতু পারাপারের বিষয়ে	৩। আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করে বঙ্গবন্ধু সেতুর	

		আলোচনা হয়। ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেন কম্পোজিশনে ডেড লোকোমোটিভ হিসেবে পারাপার ব্যতীত গ্যাংকার এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে লোকোমোটিভ পারাপারের বিষয়টি কারিগরিভাবে সম্ভব নয়। কেননা গ্যাংকার ৫২ টন লোড টানতে পারে। কিন্তু লোকোমোটিভের ওজন ৭২ টন। এ বিষয়ে সেতু বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, যদি সেতু বিভাগের মতামত ইতিবাচক না হয় তবে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা ডেকে যৌক্তিকতাগুলো তুলে ধরা যেতে পারে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আর এস) বি আর এর বিদ্যমান লোকোমোটিভ এবং প্রয়োজনীয় ও ভবিষ্যতে লোকোমোটিভের চাহিদা একইসাথে বর্তমানে পাইপ লাইনে থাকা লোকোমোটিভ সংগ্রহ কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি আরো ৩০ টি লোকোমোটিভ ক্রয়ের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানান। সভাপতি ৩০ টি লোকোমোটিভ ক্রয়ের নিমিত্ত ডিপিপি তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজি, বিআর কে অনুরোধ জনান । এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপর দিয়ে লোকোমোটিভ পারাপারের বিষয়টি সমাধান করতে হবে। ৪। ৩০ টি লোকোমোটিভ ক্রয়ের নিমিত্ত ডিপিপি তৈরী করতে হবে।	
৪.২	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	সভায় অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতি সম্পর্কে মহড়া ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া অফিস সময়ে রেলভবনে অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতির উপর মহড়ার আয়োজন করা যেতে পারে। বড় বড় স্টেশনগুলোতেও মহড়ার আয়োজন করতে হবে। উভয় অঞ্চলের জিএম অগ্নি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উপর একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাসের ৩য় সপ্তাহে	১। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে রেলভবনে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উপর মহড়ার আয়োজন করতে হবে। ২। অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন মর্মে আলোচনা হয়।</td><td>হবে। রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করবে।
৩। উভয় অঞ্চলের জিএম অগ্নি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উপর একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাসের ৩য় সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।</td><td></td></tr>
<tr><td>৪.২.১</td><td></td><td>সভায় অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক উভয় অঞ্চলের Stone Throwing Area-র তালিকা উপস্থাপন করেন। সভাপতি বলেন যে, Stone Throwing Area-র তালিকা মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট তালিকা পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>৪। থানা/উপজেলা ভিত্তিক "Stone Throwing Area"-র তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।</td></tr>
<tr><td>৪.৩</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত</td><td>সভায় শ্রেণীভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা উপস্থাপন করা হয়ঃ
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>শ্রেণী</th><th>ছাড়পত্র প্রাপ্ত পদের সংখ্যা</th><th>নিয়োগ সম্পন্ন (জুন/১৭ পর্যন্ত)</th><th>বর্তমান মাসে নিয়োগ জুলাই/১৭</th><th>মোট নিয়োগ সম্পন্ন</th></tr>
<tr><td>১</td><td>১ম</td><td>০০</td><td>১৫৭</td><td>০০</td><td>১৫৭</td></tr>
<tr><td>২</td><td>২য়</td><td>০০</td><td>১১১</td><td>০০</td><td>১১১</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>৩য়</td><td>৩৭৪৬</td><td>২৪৫৭</td><td>০০</td><td>২৪৫৭</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>৪র্থ</td><td>১১৬৫৩</td><td>৭৮৩৭</td><td>০০</td><td>৭৮৩৭</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট=</td><td>১৫৩৯৯</td><td>১০৫৬২</td><td>০০</td><td>১০৫৬২</td></tr>
</table>
এ বিষয়ে আলোচনায় ডিজি, বিআর জানান যে, সকল বিভাগ হতে পদভিত্তিক শূন্য পদের সংখ্যা এখনো</td><td>১। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে পদভিত্তিক শূন্য পদের সংখ্যা (সরাসরি নিয়োগযোগ্য, পদোন্নতিযোগ্য পদের তথ্যসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
২। সকল শূন্যপদে নিয়োগ ও পদোন্নতির লক্ষ্যে বিআর একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

		পাওয়া যায়নি । সভাপতি বলেন যে, সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের ৩য় সপ্তাহের' মধ্যে বিস্তারিত পরিসংখ্যানসহ পদভিত্তিক শূন্য পদের সংখ্যা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সভাপতি বলেন জনবলের অভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ে ইহার কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছেনা। সরকার সকল শূন্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং নিয়োগ কার্যক্রম তরান্বিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। এ বিষয়ে আলোচনা হয়।		
৪.৪	রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস।	ডিজি, বিআর জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩৫৮.৭৩ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০০ কোটি টাকা যা গত অর্থ বছরের তুলনায় ৪৮% বেশি । এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা দুরুহ। সভাপতি বলেন যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সভায় আলোচনা করেই এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি লক্ষ্যমাত্রা বেশি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তবে ডিসেম্বরে Revised Budget-এ সংশোধনের প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। তিনি APA-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আয়ের মাস ভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ডিজি, বিআর কে অনুরোধ জানান।	১। APA-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতি মাসে খাত ভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) অর্জনের ডাটাভিত্তিক তথ্য মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ	জুলাই/১৭ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অঞ্চলভিত্তিক মোট জমি, অবৈধ দখলে থাকা জমি ও অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক দখলে আনা জমির তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ	১। নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, অবৈধভাবে দখলকৃত জমি উদ্ধারসহ রেলের উচ্ছেদকৃত জমিতে কেউ যেন স্থায়ী কাঠামো	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।

অঞ্চল	মোট জমি (একর)	জুলাই/১৭ পর্যন্ত অবৈধ দখলে থাকা জমি (একর)	জুলাই/১৭ মাসে উদ্ধারকৃত জমি (একর)	মাস শেষে অবৈধ দখলে থাকা জমি (একর)
পূর্ব	২৪৪৪০.৩৯	৭৮২.৫১	৩.৩৭	৭৭৯.১৪
পশ্চিম	৩৭৪১৯.৩৫	২৯৬১.০২	১.৯৬	২৯৫৯.৫৬
মোট	৬১৮৬০.২৮	৩৭৪৪.০৩	৫.৩৩	৩৭৩৮.৭০

ডিজি, বিআর জানান যে, উচ্ছদ কার্যক্রম সম্পর্কিত কোন তথ্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) থেকে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো জানান যে, কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে রেলভূমির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (আইন) জানান যে, সেপ্টেম্বর/১৭ মাসে কর্মশালা আয়োজন করার প্রস্তুতি রয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, সেপ্টেম্বর/১৭ মাসের ৪র্থ সপ্তাহে রেলভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

নির্মাণ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। রেলভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাসের ৪র্থ সপ্তাহে স্টেকহোল্ডারদের সাথে "রেল ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত" কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

৩। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি

জুলাই/২০১৭ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার বিবরণ উপস্থাপন করা হয়ঃ

ক্র: নং	রেলওয়ে অঞ্চল	জুলাই ২০১৭ মাসের জের		জুন ২০১৭ মাসের নিষ্পত্তি		জুলাই ২০১৭ মাসের দায়ের		জুলাই ২০১৭ মাসের সমাপনান্তে	
		মামলা	দাবীকৃত টাকার পরিমাণ	মামলা	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	মামলা	টাকার পরিমাণ	মামলা	মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ
১	পূর্ব	১১২	৫৮১৭৩৫৬৯/-	-	৮৭০৮১/-	-	-	১১২	৫৮০৮৬৪৮৮/-
২	পশ্চিম	৪৯	৪০৮৫৭২৭৩/-	-	১৫০০০০/-	-	-	৪৯	৪০৫০২৭৩/-
৩	মোট	১৬১	৯৯০৩০৮৪২/-	-	২৩৭০৮১/-	-	-	১৬১	৯৮৫৯৩৭৬১/-

		ডিজি, বিআর জানান যে, উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারীভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, রেলের সার্টিফিকেট মামলাগুলো যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে করা হয় সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগণকে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং পত্রের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	১। পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রেলের সার্টিফিকেট মামলাগুলো যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে করা হয় সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগণকে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং পত্রের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। উপ-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধ।	বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দাবী এবং পরিশোধিত ভূমি উন্নয়নকরের বিবরণ উপস্থাপন করা হয়ঃ (সারণি নিচে)		
		ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিজি, বিআর জানান যে, বিভিন্ন সংস্থার দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হচ্ছে। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরত না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।	১। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র: নং	অঞ্চল	জুলাই ২০১৭ মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত দাবী	ভূমি উন্নয়ন কর খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০১৭-১৮)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ			মন্তব্য
				জুন পর্যন্ত পরিশোধিত (২০১৬-১৭)	জুলাই/১৭ মাসের পরিশোধ	মোট পরিশোধ	
১	পূর্ব	-	১৭.০০ কোটি	১০.০০ কোটি	-	-	
২	পশ্চিম	-	১২.০০ কোটি	৬.৬৬ কোটি	-	-	
৩	মোট	-	২৯.০০ কোটি	১৬.৬৬ কোটি	-	-	

৪.৮ জুন/২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি এবং দাবী ও নিষ্পত্তির বিবরণ উপস্থাপন করা হয়ঃ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/অঞ্চল	মে ২০১৭ পর্যন্ত আপত্তি ও দাবী				জুন ২০১৭ মাসে নিষ্পত্তি				জুন ২০১৭ মাস পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি ও দাবী			
		সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট দাবী (হাজার টাকা)	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট টাকা (হাজারে)	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট (হাজার টাকা)
১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	বি আর	৫৭১	৫৩	১১০	১৩৬৬৮৭৭	-	-	-	-	৫৭১	৫৩	১১০	১৩৬৬৮৭৭
৩	বি আর (পূর্বাঞ্চল)	৫০২২	৫৭০	১৬৮	২৯২৪৯৭৫০৬	১৬	১	-	২১৭০৯	৫০৩৬	৫৭১	১৬৮	২৯২৮৩৩৪৬৫
৪	বিআর (পশ্চিমাঞ্চল)	৭৫৩৯	৩০৬	৩১৯	৪৩৯০২৫৯৬	১	৬	-	৩৯২৫৭	৭৫৫৮	৩০০	৩১৯	৪৩৮৮৩৯১৮
৫	মোট	১৩১৩২	৯২৯	৫৯৭	৩৩৭৭৬৬৯৭৯	১৭	৭	-	৬০৯৬৬	১৩১৬৫	৯২৪	৫৯৭	৩৩৮০৮৪২৬০

বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির নিমিত্ত বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে গত ৩.০৭.২০১৭ খ্রি: হতে ২১.০৮.২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৪৭ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, উপরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মোট আপত্তির প্রায় ৯০% সাধারণ আপত্তি , যা দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য। অতএব অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় সভার উপর জোর দিতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম), অতিরিক্ত জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) ও একাউন্টস্ অফিসের প্রতিনিধিসহ অডিট সংক্রান্ত বিশেষ সভা করা প্রয়োজন।	১। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো তৎপর হতে হবে। ২। সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি Crash Programme প্রণয়নের লক্ষ্যে জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম), অতিরিক্ত জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) ও একাউন্টস্ অফিসের প্রতিনিধিসহ অডিট সংক্রান্ত বিশেষ সভা করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৯	ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/ উদ্ভাবনী বিষয়।	এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডিজি, বিআর জানান যে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত A2i-এর আগস্ট/২০১৭ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৪৬ টি সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের অবস্থান ৪৬ তম। সভাপতি বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। সভাপতিকে অবহিত করা হয় যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দাপ্তরিক ই- মেইল, ই-নথি, ই-জিপি, IBAS++ Systemসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে তাই বিদ্যামান ইন্টারনেট Band width 12mb/ps এর স্থলে 50mb/ps-এ উন্নীত করা প্রয়োজন । সভাপতি বলেন মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ই-ফাইলিং প্রচলনে Programmer এবং System Analystগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ বিষয়ে আলোচনা হয়।	১। ই- ফাইলিং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইন্টারনেট Bandwidth বৃদ্ধি করতে হবে। ২। APA-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ৩। কর্মরত System Analyst ও Programmerগণ প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যা নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নথি গতিপথের সকল কর্মকর্তাগণকে হাতে কলমে সহায়তা করবেন।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১০	রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম।	অতিরিক্ত ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অধীন চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়েতে জুলাই/২০১৭ মাসে সর্বমোট ২৭৬১টি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং টিকিট কালোবাজারী, বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকারী, মাদক/ধুমপান, চোরাকারবারী, ভবঘুরে/টোকাই ও অন্যান্য অপরাধে মোট ৪৫০৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরোও জানান যে, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান সংক্রান্ত ৬৫টি মামলায় মোট ৭৫ জনকে গ্রেফতার	১। ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম)।

		করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।		
৪.১১	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুন/২০১৭ মাসের জের ২৮০ টি, জুলাই/১৭ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪৪টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৪২টি। আগস্ট/২০১৭ মাসের জের ২৮২ টি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১২	অনিষ্পন্ন বিষয়।	সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্থাপন সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, অনিষ্পন্ন তালিকা বিস্তারিত হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।	১। মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়গুলোর পৃথক এবং বিস্তারিত তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব